গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২০/০৭/২০২২
সভার সময়	বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে অনুরোধ করেন।

০২। গত ০৭ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ় করা হয়।

০৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩২২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১৩০৭.৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৫.০৮ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৩০৭.৯১ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০০% অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১২০২.৫১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯০.৮৯%। সভাপতি বলেন যে, জাতীয় অগ্রগতি প্রায় ৯৩% হলেও এ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০.৮৯%। অর্জনের হার জাতীয় অগ্রগতির নিচে থাকা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ এবং বরাদ্দকৃত অর্থে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি’তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৫০.০৫ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৫০.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ২৭০.৫১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭৭.২৮%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩১.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৩১.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ২৮.২৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৮.৪৯%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২২২.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২২২.৯৭ কোটি টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ১৯৪.০৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৭.০৪%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৭১৮.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্ত হয়েছে ৭১৮.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প দুটির অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৭০৯.৬৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৮.৮৪%।

<u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহঃ</u>

<u>দেশের গুরুত্বপুর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং নির্ধারিত সময়ে এটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এ প্রকল্পের অধীনে ৩৮টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, বাদ পড়া ০৮টি স্টেশনের মধ্যে ০২টির জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে ও আরো ০১ টি জমির ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট স্টেশনগুলোর জমি এখনও বুঝে নেওয়া হয়নি। অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, শেষ অর্থবছর হওয়ায় সমুদয় অর্থের বরাদ্দ নেওয়া হয়। কিন্তু variation এর নিবিড় পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে অবকাঠামো নির্মাণে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে এবং কিছু অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। সভাপতি প্রকল্প সমাপ্তি ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ০৪ ধারার নোটিশ প্রদানের পূর্বেই অধিগ্রহণীয় জমির ছবি তুলে রাখার পরামর্শ প্রদান করেন যাতে পরবর্তী সময়ে জমির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে এবং নতুন প্রকল্পের আওতায় এগুলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) সেপ্টেম্বর, ২০২২ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
(গ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহে কোনো ব্যত্যয়/গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং গুণগত মান নিশ্চিত করবেন;
(ঘ) ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জামের গুণগতমান সঠিক হলো কি না তা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

<u>দেশের গুরুত্বপুর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, শেষ অর্থবছর হওয়ায় বরাদ্দকৃত পুরো অর্থ ছাড় করা হয়। কিন্তু variation এর ক্ষেত্র নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়েছে অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে তিনি বলেন যে, বাদ পড়া ১৩টি স্টেশনের মধ্যে ০৭টি স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টির জমি নিয়ে মামলা রয়েছে, বাকি ০৪টির মধ্যে চৌহালী ও আজমিরিগঞ্জ স্টেশনের জমির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । তাছাড়া দেবীদ্বার ফায়ার স্টেশনের প্রাক্কলন সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। জমি অধিগ্রহণ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য তিনি মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে বলেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) এ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং নতুন প্রকল্পের আওতায় এগুলো নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে;
(খ) ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জামের গুণগতমান পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে;
(গ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহে কোনো ব্যত্যয়/গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং গুণগত মান নিশ্চিত করবেন;
(ঘ) সেপ্টেম্বর, ২০২২ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের অধীনে সকল উপকরণ সংগ্রহ সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন যে, বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সম্প্রতি জারিকৃত সরকারি নির্দেশনার কারণে ডুবুরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি যথাসময়ে প্রশিক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ভৌত অবকাঠামো ও সংগৃহীত সরঞ্জামাদির গুণগতমান সঠিক আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং কোনো বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থ ব্যয়ে সরঞ্জামাদি সংগ্রহে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর পরিদর্শনক্রমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
(গ) সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ০৪টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে ও ০৬টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ০১টি স্টেশনের টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ চলছে। সভাপতি প্রকল্পটির কাজ দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন, ২০২৩ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা তদারকি করতে হবে;
(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে

প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, কারিগরি প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া হতে প্রেরিত উপকরণ স্থাপনের কাজ চলছে এবং এ লক্ষ্যে KOICA এর ০২টি টিম কাজ করছে। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি জনবল নিয়োগ/পদায়ন ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণপূর্বক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা তদারকি করতে হবে;

(খ) উপকরণ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে জনবল সৃজনের উদ্যোগ নিতে হবে এবং শূন্য পদ দ্রুত পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৮৮.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের অর্থ অবমুক্তি ৬৮৮.০০ কোটি টাকা এবং জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৬৮৭.৯৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.৯৯%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ই-পাসপোর্ট বুকলেট, বুকলেট তৈরীর কাঁচামাল এবং কারিগরী সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের জন্য ০৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষণাগার ভাড়া বাবদ আনুমানিক ২৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চাহিদার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে গত ০৭/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে শর্তসাপেক্ষে পূর্বানুমোদন পাওয়া গিয়েছে। সংরক্ষণাগার ভাড়ার জন্য দরপত্র আহবানের কার্যক্রম আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। তিনি বলেন, ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, Veridos GmbH- কে মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর চূড়ান্ত তালিকা ১০/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রাপ্তির পর পুনরায় এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পিএসসি এবং পিআইসি সভাসমূহ আগামী অর্থবছরের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা হবে। সভাপতি ই-গেইট-এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা আরো সম্প্রসারিত ও কার্যকর করার নির্দেশনা প্রদান করেন। আলোচ্য প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.৯৯% ব্যয় করার এবং প্রকল্প কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী

যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সকল প্রকল্প পরিচালককে এডিপি বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ই-পাসপোর্ট রেডিমেড বুকলেট, বুকলেট তৈরীর কাঁচামাল এবং কারিগরী যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষাণাগার ভাড়া করার জন্য টেন্ডার কার্যক্রম আগষ্ট, ২০২২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে জুলাই, ২০২২- এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি আগস্ট, ২০২২-এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে ১২৮৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি এবং জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১.৬৬ কোটি, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭২.২১%। এ প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কাজের রোডম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে রোডম্যাপ অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং রোডম্যাপ অনুযায়ী অক্টোবর, ২০২২ এর মধ্যে কাজ শেষ হবে। তিনি জানান যে, প্রকল্পের ১ম সংশোধন একনেক থেকে অনুমোদন পেতে অনেক সময় ব্যায়িত হওয়ায় গত অর্থবছরে প্রায় ৮মাস অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নি। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বলেন যে, প্রকল্পটি ‘বি’ ক্যাটাগরীভুক্ত করায় ২৫% অর্থ সংরক্ষিত রাখতে হবে; কিন্তু এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন যে, এ প্রকল্পের সমুদয় অর্থ ব্যয় করার অনুমতি চেয়ে অর্থবিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের সমুদয় অর্থ ছাড় করার অনুমতি এবং ‘বি’ ক্যাটাগরি হতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থবিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করতে হবে;
(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে,
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ ক্যালেন্ডার তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান ছিল যা জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালের ভৌত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতির সংস্থান ছিল যা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে লিফট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের সংশোধনী গত অর্থবছর শেষ সময়ে অনুমোদিত হয়। ফলে অল্প কিছু অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। জনবল নিয়োগ বিষয়ে বলেন টেস্টিং ল্যাবরেটরীর কিছু জনবল বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে নিয়োগ দেওয়া আছে এবং কিছু জনবল পিএসসি এর মাধ্যমে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। সভাপতি চলতি মাসের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ডোপ টেস্ট ল্যাবরেটরীগুলোকে বিশেষায়িত ল্যাবরেটরীতে রূপান্তর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সমাপ্ত প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির গুণগতমান সঠিক আছে কিনা তা পরিদর্শন/যাচাই করে দেখতে হবে এবং কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) আগামী সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসের মধ্যে যথাযথভাবে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহঃ

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি এ প্রকল্পে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪.৯৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৮.৮৯%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, আরডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় যে সকল বিষয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে সেগুলির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের ৫টি আইটেমের টেন্ডার প্রক্রিয়া বাকী রয়েছে এবং এক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, জুলাই, ২০২২ মাসের মধ্যে বাকী ৫টির টেন্ডার ফ্লোটিং করা হবে এবং আগামী মাসের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি আগামী সভার পূর্বে টেন্ডারের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ার সার্বিক অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা তদারকি করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমের টেন্ডারের যাবতীয় কার্যক্রম আগস্ট ২০২২-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে ৭৩.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৮.০০ কোটি এবং এ প্রকল্পের জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬.৮৩ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৫.৪২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, পিইসি সভার নির্দেশনার আলোকে এ প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১২/০৫/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন যে, এ প্রকল্পের টেন্ডারের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখা প্রয়োজন। তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবেনা। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথেই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করা হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী বাস্তাবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্টের টেন্ডার কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করে রাখতে হবে; আরডিপিপি'র অনুমোদন প্রাপ্তির সাথে সাথে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;
(খ) পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যেগ নিতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পে জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৫৯ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১১.৮০%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপির উপর ২৭/০৭/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের জন্য

সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ণপূর্বক সে অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ জ্যামার ক্রয় সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জ্যামার ক্রয়ের লক্ষ্যে ৪র্থ বার টেন্ডার আহবান করার জন্য Technical Specification প্রণয়ন কমিটির সভা ২১/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখের আহবান করা হয়েছে। সভাপতি জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে ধীরগতি এবং দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির নিমিত্ত আইএমইডির সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমানে বিষয়টি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন, মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হলে জ্যামার ক্রয়সহ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সকল উপকরণের স্টক রেজিষ্টার এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অতি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) যথাসময়ে মোবাইল জ্যামারের উপকরণ সংগ্রহ সম্পন্ন করে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪.০০ কোটি টাকা যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৩.৪৩ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৮.৩৪%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি -এর কাজ চলছে এবং জোন এ-এর আওতায় ভেটিং এর কাজ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের কারিগরি কমিটির সভা আয়োজনের

বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্প কাজের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) প্রকল্প কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;
(গ) দ্রুত কারিগরি কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

<u>কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৯.৮৪% ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, এ প্রকল্পে বিদ্যমান কারাগারকে সচল রেখে ৩টি জোনে ভাগ করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৭৫টি স্থাপনার মধ্যে ১৫টি স্থাপনার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা আগস্ট ২০২২-এর ১ম সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের কাজ বাস্তবে কতটা হচ্ছে তা তদারকি করতে হবে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.৮৪% ব্যয় হওয়ায় প্রকল্প পরিচালককে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক মাসভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা তদারকি করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

<u>নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি এবং

অবমুক্ত করা হয়েছে ১০০.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৯৯.৯৩% ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ০৩টি প্যাকেজের কাজ চলছে। তিনি জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে ২৯/০৬/২০২২ তারিখে ২ (দু্ই) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি রোডম্যাপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সন্তোষজনক। তবে ইতোমধ্যে প্রকল্পটিকে 'সি' ক্যাটাগরীভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। সভাপতি চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.৯৩% ব্যয় হওয়ায় প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সমুদয় অর্থ ছাড় করার অনুমতি এবং 'সি' ক্যাটাগরি হতে 'এ' ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থবিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

(গ) পূর্ত কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের দরপত্র আহবান করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্ত হয়েছে ১০.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮.৩৬ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৩.৫৩%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের সাতটি প্যাকেজের মধ্যে পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের (প্যাকেজ-১,প্যাকেজ-২)-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। তিনি জানান যে, প্যাকেজ-৩ এর প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি; প্যাকেজ-৪ এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে; প্যাকেজ-৫ এর নকশা ভেটিং এর জন্য তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে পাঠানো হয়েছে; প্যাকেজ-৬ বনায়নের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়নি; প্যাকেজ-৭-বহিঃবিদ্যুতায়ন পুন: টেন্ডার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের ২৫ শতাংশ জমি নিয়ে মামলা চলমান রয়েছে। তাছাড়া, বাউন্ডারী ওয়ালের ভিতরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কিছু কর্মচারী অননুমোদিতভাবে বসবাস করছে। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, এ প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দ্রুততার সঙ্গে সকল প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের নতুন প্রকল্পঃ

নতুন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি নতুন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং যাচাই কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং গুরুত্ব বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্ত প্রকল্পের অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি যথাযথভাবে মানসম্মত ডিপিপি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আরো বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.২১৪

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪২৯
২৭ জুলাই ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ
৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৫) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৬) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৭) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) উপসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

২২) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

২৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

২৪) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব